সলজু পিক্‌চার্সের
নিবেদন
প্রতীক্ষা
প্রযোজনা
হাসিনা খাতুন
পরিচালনা • শ্রী বিমল রায়
সংগীত • হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

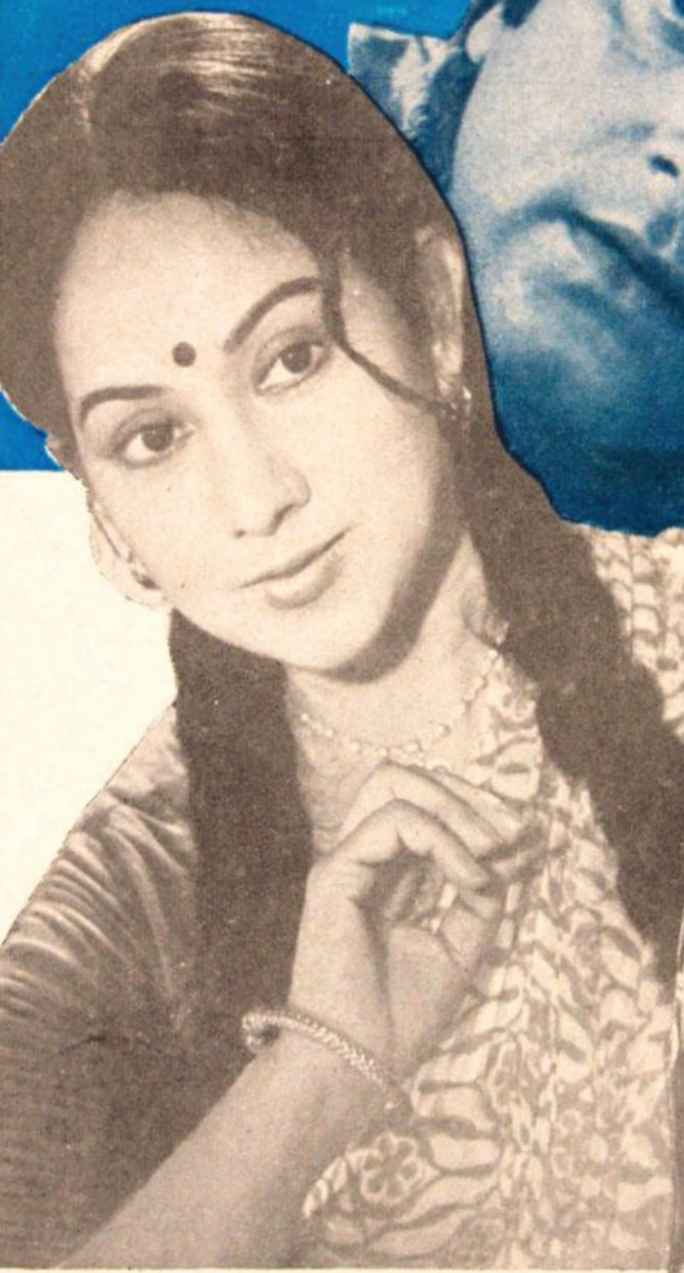

সনজু পিকচার্স নিবেদিত

প্রতীক্ষা

হাসিনা খাতুন প্রযোজিত

কাহিনী/চিত্রনাট্য/পরিচালনা
শ্রীবিমল রায়

A

সংগীত
হেমন্ত মুখার্জী

সম্পাদনা : **দুলাল দত্ত** ॥ শিল্প নির্দেশনা : **সূর্য চ্যাটার্জী** ॥ চিত্রগ্রহণ : **মনীশ দাশগুপ্ত** ॥ কাহিনী বিন্যাস ও সংলাপ : **সমরেশ বসু** ॥ গীত রচনা : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার** ॥ কণ্ঠ সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, বিটু সমাজপতি, সন্তু মুখার্জী ও সন্ধ্যা রায়** ॥ রূপসজ্জা : **মনতোষ রায়** ॥ শব্দগ্রহন : লোকেন বসু ও রঞ্জিত দত্ত ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জি ॥ রসায়নাগারে : রবীন ব্যানার্জী, শম্ভু নস্কর, দুলাল সাহা, তপন ঘোষ, দিলীপ রায়, বীরেন্দ্র গুহ বিশ্বাস ॥ ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ ॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ॥ দৃশ্যপট অঙ্কন : চণ্ডীচরণ ভড় ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার অঙ্কন : বিমল মজুমদার ॥ নৃত্য পরিচালনা : প্রভাত ঘোষ ॥ প্রচার পরিকল্পনা : **তপন রায়** ॥

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

চিত্রগ্রহণ : শঙ্কর গুহ, পঙ্কজ দাস, অনিল ঘোষ, নুরু ও যুগল ॥ প্রধান সহকারী পরিচালনা : কনক চক্রবর্তী ॥ পরিচালনা : মলয় মিত্র, অরুণ দাস ॥ সঙ্গীত : সমরেশ রায়, সমীর শীল ॥ সম্পাদনা : অমলেশ সিকদার ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : পাঁচু গোপাল দাস, ভোলানাথ সরকার, গজেন পরিধা, কানাই মণ্ডল ॥ শব্দগ্রহণ : বিনোদ ভৌমিক ॥ রূপসজ্জা : নিমাই সমাদ্দার ও সমর রায় ॥ সাজসজ্জা : শের আলী ॥ শিল্প নির্দেশনা : অনিল পাইন ও রাম নিবাস ভট্টাচার্য ॥ ব্যবস্থাপনা : সুশীল দাস, নিতাই নায়ক, রমনী দাস ও সতীশ দাস ॥ আলোক নিয়ন্ত্রনে : দুখীরাম নস্কর, সতীশ হালদার, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, অনিল দাস, বেণুধর বিশাল, গকুল হালদার, মধু গোস্বামী ॥ প্রচার : ভবতোষ মুখোপাধ্যায় ও বাপী মুখোপাধ্যায় ॥ প্রচার কার্যে : এ. কে. কনসার্ন, পালিত এণ্ড কোং, গৌতম বরাট, ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ বহিঃদৃশ্য গ্রহণের যন্ত্রপাতি : দেওজীভাই পাধিয়ার ॥ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিও ও টেকনিশিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর. বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

: রূপায়নে :

সন্ধ্যা রায়, দীপঙ্কর দে, উৎপল দত্ত, সন্তু মুখার্জী, চিন্ময় রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণ কুমার : উজ্জল সেনগুপ্ত : হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় : শেখর চ্যাটার্জী : স্বরাজ বসু : বীরেন চ্যাটার্জী : মৃনাল মুখার্জী : বলাই মুখার্জী : মন্মথ মুখার্জী : ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য : শঙ্কর ঘোষ : চাঁদ কুমার : দেবকুমার চক্রবর্তী : দীপেন আচার্য : অনুল্য লাহিড়ী : ভবতোষ ব্যানার্জী : প্রবীর ভট্টাচার্য : বিভূতি নন্দী : নিতাই মুখার্জী : সোমনাথ মুখার্জী : মঙ্গল রায় : মানস মুখার্জী : বিশু চক্রবর্তী : প্রবীর দাস : ডাঃ বলাই দাস : অজিত চ্যাটার্জী (ছোট) : সতু মজুমদার : বিশ্বনাথ সাহা : দিলীপ দে : মাঃ অমিতাভ : মাঃ স্বপন : মা ভুবনেশ্বরী নৌকা : ধনঞ্জয় : হেমন্ত ও অন্যান্য মাঝিগণ : **রত্না ঘোষাল : গীতা নাগ : অনামিকা সাহা : কুমারী স্বর্ণালী গাঙ্গুলী :** স্বপ্না চক্রবর্তী : বুলবুল রায় চৌধুরী : মিঠু রায় : কবিতা আড়ং : বকুল মিশ্র : মিনাক্ষী : শিবানী : অমিতা : অরুণ : সীমা : রেখা ও **বকুল** ॥ অতিথি শিল্পী : **বাণীশ্রিয় : দেব সরকার : বিজয় কুমার দত্ত : সুনীল রায় : মুকুল দে : সঞ্জীব রায় :**

কাহিনী

কিসের প্রতীক্ষা ?···কার প্রতীক্ষায় আছে সীমা ? একথা জানতে হলে আরও দশটা বছর পেছিয়ে যেতে হবে। তখন সীমার বয়স ছিল মাত্র ১১/১২ বছর। লোচন দাসের সংসার ভালই ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দুই মেয়ের সংসার। বড় রমা ১৯/২০ বছর বয়স। কলেজে পড়ে। ছোট সীমা স্কুলে পড়ে। ধান চালের আড়তদারী ব্যবসা লোচন দাসের। প্রবাসী লোচনের ব্যবসার অংশীদার ছিল কালীচরণ। সামান্য কর্মচারী থেকে অংশীদার হয়েছিল কালীচরণ নিজের ব্যবসা বুদ্ধির জোরে কিন্তু লোকটি সৎ ছিল না। একথা কিন্তু লোচন দাস একদমই বিশ্বাস করত না। কালীর উপর তার প্রগাঢ় আস্থা। এই আস্থারই সুযোগ বারবার নিয়েছে কালীচরণ। ধানের চালানী নৌকায় ডাকাতি করিয়ে দিয়ে ধরা সে একবারও পড়েনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলোনা। বড় রকমের চালানী নৌকায় ধান লুট করিয়ে দিয়ে কালীচরণ সমস্ত দোষ লোচন দাসের উপর চাপিয়ে দিল। লোচন গ্রেপ্তার হল। শোকে দুঃখে এবং আত্মমর্য্যাদায় নিষ্ঠাবান লোচন দাস অবশেষে আত্মহত্যা করল। লোচনের সংসার ভেঙে গেল। রমা ও সীমা একা হয়ে গেল। মাথার উপর অভিভাবক বলতে কেউ থাকল না তাদের। মুখোশধারী কালীচরণ তাদের অভিভাবক হল। কিন্তু রমা ও সীমা কেউই কালীকে ভালো চোখে দেখত না। বিশেষ করে রমা। কিন্তু কালী কেবলই সৎ ব্যাক্তির অভিনয় করে যেতে লাগল।·····লোচনের মৃত্যুর পর মাত্র একটা দিন কেটেছে। একদিন ঝড় জলের রাত্রিতে সুযোগ বুঝে কালীচরণ লোচনের বাড়ীতে মাতাল অবস্থায় হাজির হলো·····

ঐ ঘটনা ১১/১২ বছরের সীমার চোখের সামনেই ঘটেছিল সেদিন। সেদিনই এই কিশোরী সীমা প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে কালীচরণকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। সময় বইতে থাকল একই নিয়মে। কিশোরী সীমা এখন পূর্ণ যুবতী। মামা মামীর আশ্রয়ে মানুষ হয়েছে সে। মামীর অকথ্য অত্যাচারে দিন দিন সহ্য করেও তাকে থাকতে হয়েছে শুধু একটি দিনের প্রতীক্ষায়। সুযোগ এসে গেল একদিন। সেদিন সীমা মামার আশ্রয় ত্যাগ করে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কারণ মামার অত্যাচার সে সহ্য করতে পারছিল না।

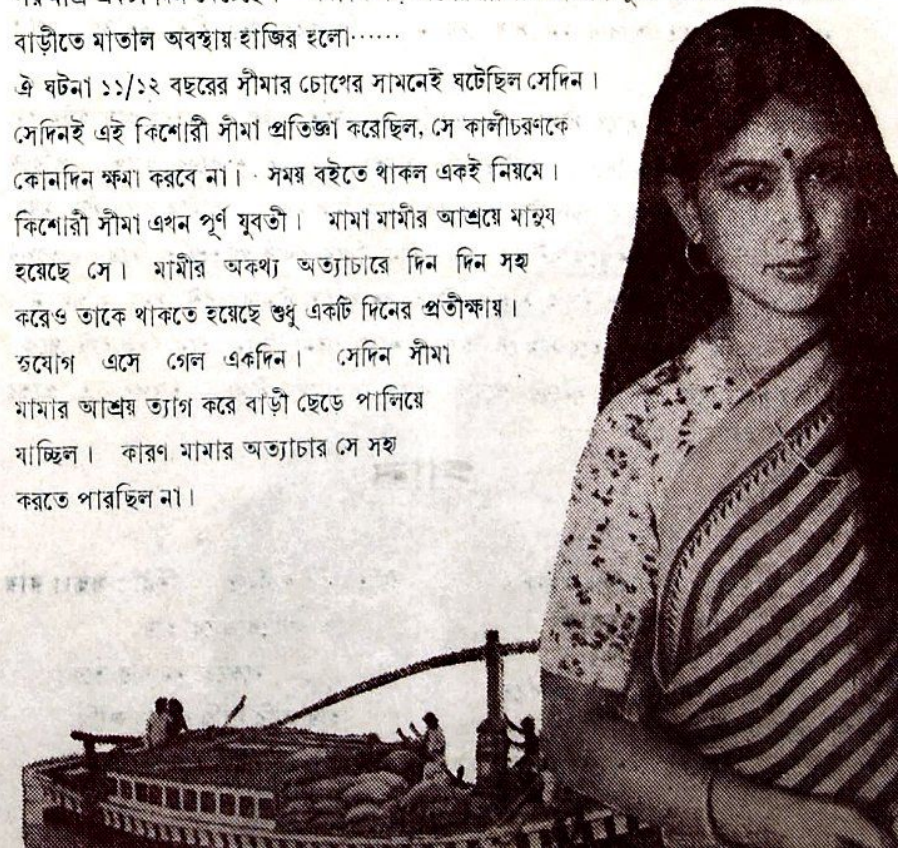

গঞ্জের ঘাটে দেখা হলো কালীচরণের সঙ্গে। যুবতী সীমাকে চিনতে পারল না কালী। নানা ছল চাতুরী করে সীমা কালীর চালানী নৌকায় আশ্রয় নিল। কিন্তু একি এখানে শংকর কেন? এই শংকরকেই সে একদিন ভালবাসত। আর একজনের দেখা পেল সীমা সে হল শম্ভু। কালীচরণের ছোট ছেলে। কালীর মতই চরিত্র তার। আর শংকর সৎ, শিক্ষিত, মার্জিত রুচি সম্পন্ন। কিন্তু সে কালীর বড় ছেলে। কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা শংকরের সাথে সীমার পরিচয় হয়েছিল। সে পরিচয় থেকেই ভাব, ভালবাসা। কিন্তু সীমা জানত না শংকর কালীচরণেরই ছেলে। এখন কি করবে সীমা? একদিকে তার ভালবাসা আর একদিকে কর্তব্য। কোন পথ বেছে নেবে? মনের মধ্যে ভিড় করে আসে নানা প্রশ্ন। কি করবে সে ভেবে পায় না। শংকরকে যে সে ভালবাসে। কালীচরণ শংকরের বাবা। নিজের কর্তব্য সমাধান করলেই চিরতরে বিদায় নেবে শংকরের কাছ থেকে। সংসারে তার নিজের বলতে তো কেউ নেই। এই এক শংকর ছাড়া। তাকে ছেড়ে যেতে আবার মন সায় দেয় না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সীমা মনস্থির করতে পারে না।

সময়ের গতির সাথে সাথে সীমার মনেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকল। কর্তব্য কর্মে অটল হল সীমা ভালবাসা বিসর্জন দিয়ে। তাই ছলনার আশ্রয় নিল সে শংকরের কাছে। পরিচয় গোপন রাখতে অনুরোধ করল সীমা শংকরকে। নাম নিল ময়না। কালীর কাছে সীমা ময়না নামে পরিচিত হল। শম্ভুকে বশীভূত করল সীমা বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এরপর কালীচরণ? কামাতুর লোভী, মাতাল কালীকে বশ করতে সীমার বেশী সময় লাগল না। কালী আনন্দে আত্মহারা হয়ে সীমাকে অনেক শাড়ী গহনা কিনে এনে দিল হাট থেকে। অভিষ্ট সময় এসে গেল। সময়ের সুযোগ কাজে লাগালো সীমা। তারপর···এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে পর্দায়·····।

গান

॥ ১ ॥

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী : **সন্ত মুখার্জী**

দাদা আমার বড়শিতে তার
সোনালী মাছ গেথেঁছে।
কেটে খাবে রান্না করে
সেই নেশাতেই মেতেছে॥

॥ ২ ॥

গীতিকার : প্রচলিত শিল্পী : **সন্ধ্যা রায়**

কি করে বোঝাবো হায়
মজেছে মন যার তরে।
হায় তারি লাগি রই যে জাগি
পরাণ আমার কেমন করে॥

॥ ৩ ॥

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী : **আরতি মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

পুরুষ—সীমা সীমা সীমা
সীমা থেকে দূরে অসীমে যেখানে
হারিয়ে যাই
স্বপ্নের সেই স্বর্গে তোমায় কাছে
যে পাই
নারী—স্বপ্নের সেই স্বর্গে তোমায় কাছে
যে পাই
পুরুষ—সীমা থেকে দূরে অসীমে সেখানে
হারিয়ে যাই
তুমি আনন্দ দিয়ে ভর যে আমায়
তুমি মন্ত্রমুগ্ধ কর যে আমায়।
নারী—জীবনে আমার তুমি ছাড়া আর
কিছুই নাই
পুরুষ—সীমা থেকে দূরে অসীমে যেখানে
হারিয়ে যাই
আমার বর্ষা শরৎ বসন্ত আর
গ্রীষ্ম শীতে
তুমি আছো আমার সঞ্চয় শুধু ভরে
যে দিতে
নারী—আমার বর্ষা শরৎ বসন্ত আর গ্রীষ্ম
শীতে
তুমি আছো গো আমার সঞ্চয় শুধু
ভরে যে দিতে

পুরুষ—নিভে গেলে তুমি জ্বালো যে আমায়
আঁধারে দাও গো আলো যে আমায়
নারী—কি করে বোঝাবো কেন আমি শুধু
তোমায় চাই
পুরুষ—সীমা থেকে দূরে অসীমে যেখানে
হারিয়ে যাই
পুরুষ—স্বপ্নের সেই স্বর্গে তোমায় কাছে যে
পাই
নারী—সীমা থেকে দূরে অসীমে যেখানে
হারিয়ে যাই।

॥ ৪ ॥

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী : **সন্ত মুখার্জী**

বেল পাকলে কাকের কি
শোন জ্ঞানী মহাশয়।
বেল ঠুকরে চিরদিনই
কাকের ঠোঁটই ভোতা হয়॥

॥ ৫ ॥

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী : **আরতি মুখার্জী**

এই আলো হাসি এত আনন্দ একি সইতে
পারবো,
আঁধারই যখন বন্ধু আমার
এতো আলোতে কি রইতে পারবো।
অভাগীর এই কপালের রেখা
বেদনায় ভরা আঁখি জলে লেখা॥
আমি হাসতে শিখেছি কারো কাছে একি
কইতে পারবো।
এই আলো হাসি এত আনন্দ একি সইতে
পারবো।
আমি থাকি যে একলা মেঘ ঝড় আর বৃষ্টি
নিয়ে
করবো কি আমি সূর্য্যের আলো, জোছনা
দিয়ে॥

সুখ যে আলেয়া শুধু খেলা করে
হাত ছানি দিয়ে যায় দেখি সরে।
এত ভরা স্রোতে একি শুকনো নদীতে বইতে
পারবো
এই আলো হাসি এত আনন্দ একি সইতে
পারবো॥

॥ ৬ ॥

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী : **অরুন্ধতী হোম চৌধুরী**

এসেছি ভরে নিয়ে রসের ঘড়া
মনের এই মৌচাক যে মধু ভরা
ঘোমটা খুলে থেমটা নেচে
গাঁ গঞ্জে গানকে বেচে
তোমাদের করতে খুশি, পায়ে আমার
ঘুঙুর পরা।
এসেছি ভরে নিয়ে রসের ঘড়া॥
বড়লোকের হরেক রকম তামাসা তো আছে
আর ছয় ঋতুরই লীলায় হেসে দুঃখী গরীব
বাঁচে।
তোমরা যাতে আনন্দ পাও, ভাবছো কেন
দেব না তাও
আমার কাজই হলো দুঃখী যারা তাদের
খুশী করা
এসেছি ভরে নিয়ে রসের ঘড়া॥

॥ ৭ ॥

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ● শিল্পী : **আরতি মুখার্জী ও বিটু সমাজপতি**

লক্ষ্মী—দেখিনা পারিস কেমন জবাবটা দে দেখি
বুঝবো তবেই বুদ্ধিটা তোর আসল
কিংবা মেকি
কার কাছে কত আদর বলতো কেমন
পারিস
হুজুরের বকশিসটা মিলবে না তোর
যদি রে তুই হারিস॥
সীমা—এতো দেখছি জ্ঞান পাপিষ্ঠা রাত কে
বলে দুপুর।
চন্দন মাখালে গায়ে কুকুর তবু কুকুর॥
বলছি তবে ভাল করে শোনরে
পোড়ারমুখী।
নাক টিপলে দুধ যে বেরোয় এখনো
তুই খুকি॥
মদের বোতল আদর করে মাতাল যত বাঁচে।
আসল ছেড়ে সুদের আদর মহাজনের
কাছে॥
পৃথিবীতে সেরা আদর পায় যে ওরে টাকা
নইলে পরে অর্থ হীনে সব আদরই ফাঁকা
এবার আমার কথার জবাবটা দে
নইলে ভাঙবে হাঁড়ি হাটে
বল দেখি খ্যাঁদানাকি ময়লা কিসে কাটে।
লক্ষ্মী—এতো দেখছি মেথরাণী এক বসে রাণী
হয়ে পাটে
সীমা—বটে চুপ!
লক্ষ্মী—সিংহাসনে বসেও কুকুর জুতো ঠিকই
চাটে।
উত্তরটা দিচ্ছি আমি শোনরে ভালো
করে॥
ভেবেছিস কাত করবি আমায় কথার
তোড়ে।
আগুন সে তো সোনার ময়লা কেটে করে খাঁটি॥
বিচ্ছেদে যায় যে ওরে মনের ময়লা কাটি॥
ঢুলি ব্যাটা বেজায় টঁ্যাটা বাজা রে
তোর ঢোল।
এক সঙ্গে বলবে সবাই বল হরি বোল॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাজগাঁও ষ্টোন কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড॥ মহারাজ কুমার সোমেন্দ্রনাথ নন্দী (কাশিম বাজার) ও কোম্পানীর কর্মীবৃন্দ॥ রাজগ্রাম মুন্সি মিল॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমন্দির (ফলতা)॥ রবি ঘোষ (ফলতা)॥ পরিবেশনা : **বাপী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**॥

পরবর্তী আকর্ষণ

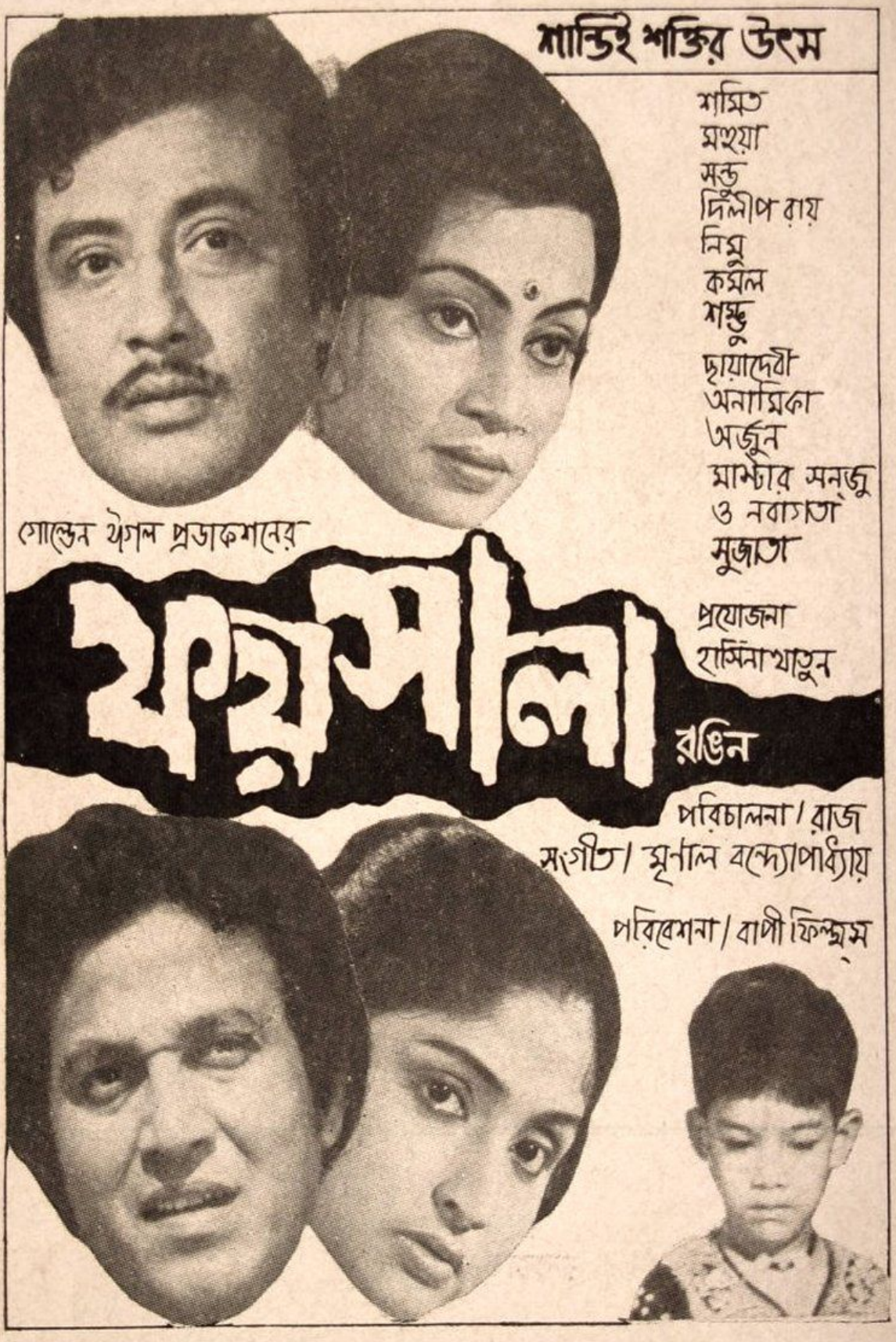

বাপী ফিল্মের প্রচার বিভাগ (১৫৪ লেনিন সরণী। কলিকাতা-৭০০০১৩। বেসমেন্ট) থেকে তপন রায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মুদ্রণে লোকশিল্পম্। ৭৪, এস, বি, দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।